প্রথম প্রকাশ ঃ
শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক ঃ
রাধানাথ নন্দী

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
শচীনন্দন মিত্র
শ্রীদুর্গা প্রেস
গরিফা, ২৪ পরগণা

ব্লক ও ব্লক মুদ্রণ ঃ
ওয়েস্টার্ণ আর্ট প্রেসেস (প্রা.) লিঃ
৩৩ হরিশ চাটার্জি ষ্ট্রীট
কলকাতা—২৬

প্রচ্ছদ ঃ
প্রভাত চৌধুরী

সূচিপত্র

sanglagno antoral

by

hrishikesh mukhopadhyay

দুঃস্বপ্নে

অগত্যা খুলতে হলো সেই দরোজা
কোন্ এক আগন্তুক শীর্ণ অচেনা
তোব্ড়ানো পেতলের ঘটির মতো
চাঁদটাকে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে—
বললে সে, 'দেবেন একটু সারিয়ে ?'

'বেশ আবদার যা হোক, বেশ মজা,
বেয়াদপ। কে দিলে আমার ঠিকানা ?'
'কেন, অমুক মুখুজ্যে আপনিই তো ?
শুনেছি আপনি সময় আছে হাতে ?'

চিৎকার—'আগে করতাম। এখন ···

ওঃ, দুঃস্বপ্ন কী মারাত্মক বিশ্রী হয় !
দেড়-দু ঘণ্টা সে পাশে ছিল নিশ্চয়
কিন্তু যদি অন্তত একটা চুম্বন···

কে জানতো বিপন্ন হবো মাঝরাতে !

মনে পড়ে

এক

আমি দুর্লভ কিছু পেয়েছি
এইভাবে কেউ হেঁটে গেলে ভালোই লাগেনা।
আমার পুরোনো আবাসের কথা মনে পড়ে—
বসতবাটি, বাগান,
পায়রা-ডাকা-বারান্দা, ফলন্ত পেয়ারা জামরুল গাছ,
মাধবীলতার সব কথা।

আমি দুর্লভ কিছু পেয়েছি
এইভাবে কেউ হেঁটে গেলে ভালোই লাগে না।
বাকি খাজনার দায়
বসতবাটি, বাগান
নিলামে বিকিয়ে যাওয়ার দৃশ্য ভেসে ওঠে––
মনে পড়ে আমার সঞ্চয় কিছু নেই।

কখনো ওভাবে হেঁটে যেওনা কৈশোর।

দুই

এখন কখনো বৃষ্টি হলে
'কে যায!' 'কে যায!' ধ্বনি
সময় ছাপিয়ে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে—
ভুলে যাই দিনক্ষণ, দিক্‌-বিদিক, নিজেকে।
একজন রোদে হেঁটেছিল মনে পড়ে,
আকাশের চূড়া ফুঁড়ে-ওঠা নির্জন স্পর্ধায়
এক গান বেজে যায়—
প্রথম কৈশোর।

অপরাহ্ণে

ভাসাও ও তুলে নাও
তুলে নিয়ে বহুদূরে ভাসিয়ে দেওয়া
অনুগতের মতো ফিরে আসার লোভে
এ তোমার খেলা চিরায়ত।

'ভাসাবার সময় এখন, সাবেঙ নোঙর খোলো'—
তোমার আহ্বানে
পোতাশ্রয় শহর নগর
বিস্মরণের মতোই সরে সরে যায়,
বনরাজীনীলা, অবশেষ সমুদ্র-সফেন অনুভবহীন।
শূন্যতাবিহীন শূন্যতায় তুমি
তখন কোথাও দূরে
আমি ভেসে ভেসে
নিজের অনেক কাছে ফিরে আসি
অনুগত বিশ্বাসের দরোজায়।

কাল সারারাত

হয়তো তুমি এসে চলে যাবে ভেবে
হয়তো তুমি এসে চলে যাবে ভেবে

আমি সারারাত জুঁই-এর মতো শুভ্র বুক
শিশিরের জলে ধুয়ে
আমি সারারাত জ্যোৎস্নার ভেতর গোপনে
প্রবল আগ্রহ বিছিয়ে
আমি সারারাত সমস্ত কপাটগুলো খুলে
পথের দিকেই তাকিয়ে

আমি সারারাত বুক ধুয়ে
সারারাত আগ্রহ বিছিয়ে
সারারাত পথেই তাকিয়ে

আমি সারারাত আরও কি যেন
কি যেন আমি কাল সারারাত

হয়তো তুমি এসে চলে যাবে ভেবে
হয়তো তুমি এসে চলে যাবে ভেবে

স্মৃতির ভাঁড়ারে ইঁদুরের
সুচতুর চলাফেরা কাল সারারাত
সারারাত স্বভাবের উজানে হাওয়া
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতালের মতো
মাতালের মতো দিকশূন্য এদিক-ওদিক
এদিক-ওদিক সারারাত পথ খুঁজে খুঁজে
পথ খুঁজে খুঁজে তুমি পথেই ঘুরেছো

আমি সারারাত বুক ধুয়ে
সারাবাত আগ্রহ বিছিয়ে
সারারাত পথেই তাকিয়ে

আমি সারারাত আরও কি যেন
কি যেন আমি কাল সারারাত

হয়তো তুমি এসে চলে যাবে ভেবে
হয়তো তুমি এসে চলে যাবে ভেবে

সূর্যাস্ত বেলায়

সূর্যাস্ত দেখার বেলা তুমি ছিলে মৌনতা-নিশ্চল
ঘরে-ফেরা-তাড়ায যেমন গোধূলি বাতাস
রঙিনের মতো পাখনায় সব রঙ শুষে নিযে
ধীরে উড়ে যাবার সময় শূন্যতা-প্রচ্ছায়।
ফেলে যায় এখানে ওখানে
আমি তখন তেমনি পরিত্যক্ত স্বজনবিহীন।
কে যে আমার গোপন প্রেমে আশ্লিষ্ট তখন,
তুমি তা দেখোনি, কী উদ্দাম হাওযা আমার
বুকের গভীরে।

তার মাঝে অন্য এক প্রতীতি-উদ্দিষ্ট অন্তরালে
নির্ভরতা খোঁজার আড়ালে
মন্দিরের সুদূর ঘণ্টায
অন্ধকার কে যেন বাজিয়ে চলেছিল।
শব্দ শুধু শব্দের প্রপাতে সেই ভেসে যাওযা
সন্ধ্যার আকাশে মনে ছড়িয়ে ছিটিযে
আমারই অন্তরাল ঘিরে
তোমার অলক্ষ্য কাম্য ছিল কিনা
তুমি সেই কথা তখন বলোনি।

আমি বেশ আছি

আমি বেশ আছি
তুমি যখন যেখানে খুসি চলে যাও
ঘুর্ণিঝড় আর তার তাণ্ডব স্বভাবে
চারিদিক লণ্ডভণ্ড করে, ঘরবাড়ি সমস্ত দরোজা,
আদিগন্ত সমুদ্রের স্বাদে—
বিক্ষত তরঙ্গে ভাঙা তটরেখা ঘিরে
শুধুই তোমার উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বাস।

তবু আমি বেশ থাকি বেশ আছি বেশ
তুমি উৎপ্লবীতায় উৎক্ষিপ্ত জলরাশির ভেতব
খেলা করে যেতে পারো বেলা অবেলায়,
রোদ বৃষ্টি মুছে নিতে আপন স্বভাবে
যখন তখন তৎপর হয়ে যেতে পারো।
আমি গোপন স্বভাব আরো সংগোপনে ঢেকে
দিন বাত্রি ভেদাভেদ
আলাদা আলাদা সারিতে সাজিয়ে
পেসেন্স খেলার নেশামত্ত
বেশ থাকি বেশ আছি বেশ।

সূর্য ডুবে গেলে

এক

সূর্য ডুবে গেলে
গোটাদিন যেখানে হারিয়ে যায়
আজকের দিনটা যেখানে ভেসে ওঠে —
স্মৃতি বা বেদনা হয়
এবং অতীত।

সূর্য ডুবে গেলে অন্ধকারে
আমরা বেদনা আর
উজ্জ্বল স্মৃতিকে খুঁজি—
আগামীকালের নির্ভরতা।

সূর্য ডুবে গেলে তাই
একটা দিন অতীত হয়
আমরা নিমেষে আগামীকাল হারিয়ে ফেলি।

দুই

যতক্ষণ রোদের তীব্রতা
ততক্ষণ কিছুই থাকেনা.
সূর্যাস্তের একটাই রঙ—
উদাসীন আত্মন্যাস, দৈবিক সম্বহ
সেকথা ভাবি না।
সমস্ত দিনের ছবি দীপ্রতায়,
দুটো চোখ ভেসে যায় সূর্যাস্তের রঙে।
কবে সেই কৈশোর আগ্রহে
ঘুড়ির মতন লাল নীল রঙের জৌলুস
অনিঃশেষ গভীরে ডোবানো
যতক্ষণ রোদেব তীব্রতা
ততক্ষণ এইসব কিছুই থাকেনা।

আলো না জ্বাললেও

আলো না জ্বাললেও তোমাব দেখা পাবো
তুমি এখন এমন স্বচ্ছ হয়ে গেছো।
কোন ক্রুদ্ধতা আমাকে ঘিরে নেই, কোন বিষণ্ণতা
আমি তোমাব সৌন্দর্য, গন্ধ, পোষাকের বঙ
তাই অনায়াসে অনুভব করতে পাবি।
আমি তোমায় সম্পূর্ণ মনেও করতে পাবি।

অথচ একদা তুমি কখন নির্দয় ছিলে
আমি তখন কি ভাবতাম
তার কিছু মনে প' ৮ না এখন
নির্দয়তা তোমাব এখন আঘাতও কবেনা আমায়।

তাই তোমাব আমার মধ্যে
কোন ফাবাক মানিনা আমি, কোন আববণ—
কোন ক্রুদ্ধতা আমাকে ঘিবে নেই, কোন বিষণ্ণতা
তাই আলো না জ্বাললেও তোমাব দেখা পাবো
তুমি এখন এমন স্বচ্ছ হয়ে গেছো।

পূর্ণগ্রাস না হলেও

পূর্ণগ্রাস না হলেও
কোনদিন পৃথিবী সম্পূর্ণ ছায়ার দখলে—
অস্পষ্ট অস্তিত্বে আমার প্রচ্ছায়া।
চারিদিকে কেঁপে কেঁপে
কেঁপে কেঁপে ভীষণ অস্থির তখন।

এবং একদা ছায়া আলো কিছুই থাকেনা।

তখন অনেক অর্থ অর্থহীন
এক দৃশ্যে বহু দৃশ্যান্তর—
মগ্নতা কি অস্থিরতা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে
পৃথিবী অক্ষরেখায় নির্ভুল থাকেনা।

কোনদিন পূর্ণগ্রাস না হলেও
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছায়া কাঁপে
কক্ষচ্যুত আমার ছায়ারা
ভীষণ অস্থির শূন্যতায়।

প্রতিবেশী কেউ নেই

পুব থেকে পশ্চিম আকাশে পরিক্রমা শেষে
সূর্য একবার দিনান্তে পড়ো বাড়িতে মুখ দেখে—
ছুটো একটা বাদুড় উড়ে যায় সে খবর নিয়ে
দু' চারটে শালিখ চড়ুই শুধু ফিরে এসে
এই দৃশ্য দেখে গোপন আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়।

নিজেকে লুকিয়ে রাখা অনেক সহজ—
আমি পরিচিত আশ্রয়ে থাকিনা বহুদিন
আত্মীয়-স্বজন কারা ডেকে ফিরে যায়
প্রতিবেশী কেউ নেই সে খবর নেওয়ার।

কোন এক যুবতীকে

শেষে বিস্ময়ের কিছুই থাকেনা
একে একে সমস্ত আবরণও —
খালি দাঁড়ে ময়না রাখো বুকে গোলাপ
রাতে সহচরী হও
অথবা একলা দুপুর উদাস করে দাও চিলের ডানায়
বিকেল বিস্তৃত হলে
মুলতানী সুরে ঝরে পড়ো।
তখন অন্তত একজন
মালকোষ শুনতে চায় তোমার কাছে একথা বোঝোনা

এসবই মানুষ আজও
অভিমান জ্বালা কি বিষাদ ভালোবাসে তাই।
অথচ শেষ অবধি বিস্ময়ের কিছুই থাকেনা
একে একে সমস্ত আবরণও—
জানো না উন্মোচনের সময় কখন।

মহিলা

পোষাক পরার জন্য বাতিটা নিবিয়ে দাও
পোষাক ছাড়ার পর আলো জ্বলে ওঠে
রাস্তাঘাট বাজার অফিস
চলে যায় তোষকের তলায় তখন।
তোমার সে নগ্নতায়
পৃথিবীর মুখ ভেসে ওঠে—
রুপোলি দিগন্ত মুছে যায়,
ঘোড়ার খুরের শব্দ, হাওয়ার।।

তুমি জানতেই পারো না কিছুতে
একদিন ভালোবাসা পাবো ভেবে
তখনই মানুষ হারিয়ে যায়
বিক্ষোভে, রাস্তায়,
তুমি জানতেই পারো না কিছুতে
পৃথিবী তোমাকে দেখিয়ে সমস্ত আলো
কখন যে জ্বেলে দেয় ওদের দুচোখে।

প্রাক্তন প্রেমিকাকে

এক

এখন তেমন আর দিনরাত
উৎসর্গ করিনা সময় অসময়
নতুন কিছুর স্বাদে
প্রচুর আঙুর বুনেছি বাগানে
তার রসে তোমারই স্বাদ—
মাদক সরস
ভুল করে পেয়ে যাই কখনো-সখনো ।

দুই

কেউ কেউ বলেছিল
বুকের ওপরে কোমলতার কপট ভান ওটা।
তুমি বিস্ফোরক রেখেছিলে বুকের তলায়,
নিচের গভীর খাদে বরাবর ঘন অন্ধকার ।

তোমার সংগে ওরা যখন আঙুর খাচ্ছিল
তখন অনেক রাত—
চোখে তোমার পায়রা চাঁদার সৌরভ,
উরুদেশে নিয়ন-তীব্রতা
সে সময় তুমি জেগেছিলে না কি ওরা ?

ভালোবাসার জন্য

এক

কতোবার নির্বাসন দিলাম আশ্লেষ কতোবার
অবশেষে পরিণাম চিন্তায় ব্যাহত
ক্রান্তদর্শী।
এখন কোনদিকে হাত বাড়াবো জানিনা
জীবন দেখছি, প্রতিমাও—
খড় মাটি রঙের প্রলেপ,
লক্ষ্য কিছু নেই তবু
উদ্দিষ্ট মনের মতো খুঁজে নেবো ভোর
যেখানে হয়েছি স্থির
সেখানে ভীষণ ঝড় তোলপাড়।

দুই

আর একবার ফিরে যাবো

স্বপ্নের ভেতর
নদী গাছপালা, রোদের দীপক ঘ্রাণ,
বৃষ্টির মদির শব্দ,
পরাগের মতো দিন, ঈশ্বরী জ্যোৎস্না,
হাঁটা পথে পার হয়ে যাওয়া গ্রাম শহর
জেনে নেওয়া বুকের স্পন্দন —
সেই ছোট সাঁকোর তলায়
আন্দোলিত জলের আবর্তে বিচূর্ণ স্মৃতির অস্পষ্টতার
কাতর বিষাদ নিয়ে
আর একবার ফিরে যেতে চাই।

রাত ভ'রে বিকেল

হলুদের চিহ্ন ছিল না কোথাও
না লাল, বেগুনি
তবু কি করে যে এরকম···
ধাঁ ধাঁ ? বয়েস বেড়েছে ?
বড়জোর কিছুক্ষণ এমনি মানায়
কিন্তু অস্থির, বিহ্বল এসব কি,
এতোটা সময় ?

অন্ধকার সুইচে জড়িয়ে
ঘুরপাক ঘুরপাক চোখের গভীরে
এরাতও কেটে যায়, কাটে,
তাই বলে কোমরে উজ্জ্বল বিকেল জড়িয়ে
সারারাত রাত ভ'রে
হেঁটে গেলে ভালোলাগে কারো !

ভালোলাগলে

ভালো না লাগলে
সব কিছু গুরুভার
জীবনের চলিত স্বভাব রীতিনীতি
এদিক ওদিক — ঠিক-ঠিকানাবিহীন।

ভালো লাগলে পায়রা ওড়ে
মিছিলে মিছিলে রাস্তা শেষ হয়ে আসে
আকাশ-দরাজ বুক খুলে দিই—
তুমি চৈত্রের সমস্ত দিনমান নাও
যে কোন সন্ধ্যার অবসর —
ইচ্ছা।

পাতাঝরা

চারিদিকে পাতা ঝরা শুরু
বতোদূর থেকে
যেন পৃথিবীর ওপরে আকাশ
কোন অজানা বাগান থেকে এ পাতা ঝরায়
সবকিছু অস্বীকার করার আবেগে
সারারাত সারারাত নিঃশব্দ-গভীরে।

প্রতিটি নক্ষত্র থেকে গুরুভার পৃথিবীও ঝরে
আমার শরীর থেকে হাত
হাত থেকে বছর বয়েস
মূল্যহীনতার গভীরে······নৈঃশব্দ্যে।

চার দেওয়ালের বাইরে

চার দেওযালের বাইরে
আমার চোখ নক্ষত্রময
আমি তাই একাই জাগতে পারি।

চার দেওযালের বাইরে
আমাব সমস্ত উৎসব একলার
সমবেত সকলেব মধ্যে
আমিএকহযেমিশেযাই—
সাম্রাজ্যেব সুখ ছেড়ে চলে আসি
দু'হাতে বিলিযে দিই।

সেইদিন

আমি নই, অন্যকেউ যন্ত্রণাবিদ্ধ এখন
আমি অন্য কোথাও এখন বেঁচে আছি
স্মৃতিহীন, নির্ভার, প্রতিমা-পাথর।

তুমি একদিন বাঁচতে চাইবে, ঢেকে দেবে
অনিবার্য রাত্রির অসহ্য প্রদাহ তোমার
যেন আমি সদ্যজাত তোমার পেছনে
সেইদিন এইভাবে অনুগামী হবে।
নিবে যাবে রাস্তার বাতিরা · · ·গাঢ়বাত, আর

বিবাদী প্রক্রিয়া

ফিরে এলে শব্দ ছবি হয়
তার আগে শুধু শব্দ শুধু প্রতিধ্বনি।
মানে আপাত শূন্যতা আপাত পূর্ণতা কিছু নেই,
শুধু চেয়ে থাকা ফুটে ওঠা
যেমন ছবিরা
দৃশ্যপট থেকে ছন্দে রঙে
নিজে জেগে ওঠে,
মৃদঙ্গ বৃষ্টির তালে।

ভেতরে বাইরে যতক্ষণ নেই

ভেতরে বাইরে যতক্ষণ নেই
ততক্ষণ স্তূপীকৃত হাড় - শোভা খসে পড়ে,
পুরন্ত গাছের পাতা শাখায় শিরায়
মহারণ্য, ব্যাপ্তি ধরে না।

ভেতরে বাইরে যতক্ষণ নেই
ততক্ষণ শূন্য নেই স্বপ্ন নেই শেষ নেই,
আধখানা পড়ে থাকে ঃ
মানুষের স্থূল দেহ—আপনি আমি সে।

প্রতিশব্দ

কোন কোন প্রতিশব্দ কোনোদিন শব্দকে ছাড়িয়ে যায়—
দিন রাত্রির ঠিক ঠিকানা থাকেনা কোথাও
আমি নিজেরই ছায়ায় অন্যকে দেখি
কার কণ্ঠস্বর পৃথিবী জুড়ে নিজের মনে হয়।
পৃথিবী গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তখন এমন আওয়াজ
চারিদিকে কান পেতেও শোনা যায় না—
আলো কাঁপে ছায়ার অর্থ বদলে যায়
নিজেকে কোথাও হারিয়ে একলা
অচেনা অজানা কার মুখোমুখি,
দিনরাত্রি পৃথিবী ছেড়ে অন্যত্র সবে যায়
ছায়ার মতোন আগন্তুক কেউ এসে বলে,
'দিন রাত্রির আড়াল মানিনা এখন
তুমিই আমার প্রতিশব্দ পৃথিবী ছেড়ে, পৃথিবী জুড়ে!'

কবিতার মধ্যরাত

শিউরে-ওঠা-শরীরে জাগলাম বলে
অলক্ষ্য কপাট ফাটো-ফাটো,
চোখ ধাঁধানো আলোয় দিকশূন্য—
গম্ভীর, নির্বাক।
এখনই ভয়ঙ্কর আওয়াজে কিছু ফেটে যাবে
অথবা এখানে
ভূমিকম্পে একাকার হয়ে গেছে সব
এমন স্তব্ধতা,
কেবল তোমাব স্বর রক্তে জেগে তাই
চারিদিকে কোন কিছু আব জাগেনা তেমন।

নিঃশর্ত বৈঠক

নিঃশর্ত বৈঠকে আজ মিলিত হবোনা
কেননা কেউই এখন প্রস্তুত নই
বিক্ষোভ বা অনুদ্যমে ইতস্তত সব
এলোমেলো খান খান ছড়িয়ে ছিটিয়ে—
কে কোথায় বৃন্তচ্যুত হদিশ মেলে না।

অথচ এখন আমাকেই দোষী করো।
নিয়ম-কানুন তুমিই বা এমন কি
মেনে চলো সব ? কার কোথায় গলদ,
দোষ ত্রুটি, অপরাধ হিশেব-নিকেশ
সব কিছু ফয়সলা না হলে কখনো
নিঃশর্ত বৈঠকে আজ মিলিত হবোনা।

বল্লম

একজন ক্রমাগত
বুক ঘেঁষে একজন
বল্লম উঁচিয়ে
স্থিরলক্ষ্য ছুটে আসে
ক্রমাগত চকচকে
বল্লম উঁচিয়ে।

একজন রুদ্ধশ্বাস
ঘুমহীন দিনরাত
বুকের ভেতব
ছিঁড়ে-ফুঁড়ে ক্রমাগত
দিনরাত চকচকে
একটা বল্লম।

এসব কিছুই

তুমি স্মৃতি বিস্মৃতির কিছুই মানোনা
কি শাসনে আছো
কখন যে ভেসে যাও অস্বচ্ছ প্রপাতে
তুমি কোন স্মৃতির উদ্ধার
তোমাব উদ্ধারে আমি স্মৃতি হবো কিনা
এসব কিছুই।

তুমি আমি স্মৃতি ও বিস্মৃতি ছাড়া
তবু কিছুই থাকেনা শেষে
এসব কিছুই থাকেনা থাকেনা
দিনরাত রাতদিন বিমূর্ত অস্থলাপে
থাকি বা না থাকি।

সংলগ্ন অন্তরাল

আমরা

পাড ভেঙে পড়ার মতো আমাদের দু'জনার মধ্যে কিছু সময়কে ভেঙে পড়তে দেখতে দেখতে আমরা কিন্তু ভাবতাম দীর্ঘ দীর্ঘতর হতে হতে এক সময় আমরা পাইন দেবদারুকেও ছাড়িয়ে যাবো, আমরা উজ্জ্বল হতে থাকলে অন্যসব আলো ম্লান হয়ে যাবে, শ্বাসরুদ্ধকারী আতঙ্কের মতো যারা দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে তাদের হাতের তালু থেকে জীবনরেখা মুছে দিয়ে যাবো। অথচ দুর্বল ক্রমশ আরও দুর্বল হতে হতে একসময় অমরা আয়োজন করে বিচ্ছিন্নতার স্বাদ নিলাম। সে জানলো না আমি হারিয়ে-যাওয়া-গলায় বললাম, 'এবার আমি কোথায় দাঁড়াবো?'

যেন এসবে আমরা কেউ-ই সাক্ষি থাকবো না এভাবে আমরা ছেড়ে গেলাম। আমি বললাম, 'যদি একবার পথ ছেড়ে দাঁড়াও!'

সে শুনলো না।

সেরাত

সেরাত শান্তই ছিল। অথচ আজ তুমি তাকে যখন তখন অস্থির করে তুলতে পারো। অল্প অল্প কুয়াশা সেরাতে গাছপালাকে ঢেকে রাখছিল, আমরা যা যা দেখছিলাম না সেসব আসলে আমাদের চারপাশে ছিল না। কারা কারা ঘুমোচ্ছিল জানিনা, তুমি পৃথিবীকে জানতে পারছো এইভাবে জেগে ছিলে। কিন্তু তুমি যখন আমার সংগে কথা বলছিলে তোমার গলার স্বর ছিল ভাঙা।

সেরাতের কথা আমরা মনে করতে পারবো, ভেবে দেখো আমরা তখন জানতে পারছিলাম। আমরা যা যা দেখছিলাম না সেসব আসলে আমাদের চারপাশে ছিল না। তাই কুয়াশা তখন আমাদের ঢেকে রাখতে পারছিল না কিছুতেই। তবে আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন তোমার গলার স্বর ছিল ভাঙা। কেননা তুমি বলছিলে, 'হায়, আমি কোনদিন তোমায় জানতে পারবো না।'

অতঃপর

অতঃপর শেষবারের মতো আমি কেঁদে উঠি—'আমি পৃথিবী স্বপ্ন কিছুই চাই না। আমি স্বাধীনতা চাই, মনুষ্য ভালোবাসা যা অন্তত একজনও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পাবে ভেবে আমি গোপনে চিৎকার করে উঠতে পারি।'

তুমি অনায়াসেই রক্তের মধ্যে নেমে যাও ডুবুরির মতো। নিজের নাম ধরে ডুকরে ওঠো—'ঈশ্বর, আমি মানুষ গাছপালা মাঠ কিছুই হবো না।' তোমার চোখের থেকে দৃষ্টি, পোষাকের থেকে রঙ, শরীব থেকে শরীর তুমি এইভাবে ভাসিয়ে দাও।

অতঃপর তাই আমি শেষবাবের মতো কেঁদে উঠি—'আমি পৃথিবী স্বপ্ন কিছুই চাই না। আমি স্বাধীনতা চাই, মনুষ্য ভালোবাসা যা অন্তত একজনও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পাবে ভেবে আমি গোপনে চিৎকার করে উঠতে পাবি।'

দাঁড়াবার জায়গা খুঁজছি

আমরা তাহলে এখন কোথায় দাঁড়াবো?

ঘববাড়ি দুমদাম ভেঙে পড়ছে, শব্দ হচ্ছে, আতঙ্কে কুঁকড়ে যাচ্ছি কেমন, পথে পথে অবরোধ গড়ে উঠছে, পা আটকে যাচ্ছে, কখনো হোঁচট খাচ্ছি, আচমকা পথ সবে যাচ্ছে, নিশানা হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। একটা লক্ষ্য হারিয়ে যেতে যেতে আর একটা লক্ষ্য, একটা লক্ষ্য স্থির হতে হতে অন্য আর এক। অশ্বারোহী বাতাসেরা সময়কে ক্রমাগত ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমরা ছিটকে পড়ছি এদিক ওদিক। আলো কমে আসছে চোখের, ঘববাড়ি হারিয়ে যাচ্ছে, পথও। পরস্পব পরস্পরকে চিনতে পাবছি না, দেখতে পাচ্ছি না। পৃথিবী জুড়ে অনিশ্চয়তা, অনাত্মীয়তা গড়ে উঠছে আবাদী শস্যের মতো। বুকের মধ্যে মানুষ খুঁজে পাচ্ছি না কোথাও।

শুধু শব্দ, ভেঙে পড়ার শব্দ—ঘরবাড়ি, পথ, মানুষ। ভাঙাচোরা মানুষ আমরা প্রত্যেকের থেকে তাই বহুদূরে আত্মীয়স্বজনহীন, লক্ষ্যহীন, আবাস-হীন, একলা দাঁড়াবার জায়গা খুঁজছি।

যে কেউ

দরোজা বন্ধ করতে গিয়ে খুলে রেখে আসি
যে কেউ ঢুকে পড়ো বেরিয়ে যাও—
স্বেচ্ছাধীন, নিষেধের মানা
যে কেউ টপ্‌কে যাও টপ্‌কেই চলে এসো
বাইরে ভেতরে।

তারপর? চড়া রোদ
দু'চোখ থেকে সরিয়ে দেখো
টপ্‌কে যাওয়া টপ্‌কে আসাই সার
তাই বা কেন কোথায় কপাট দরোজা
কোন ঠিক নেই।
তবু দু'চোখ থেকে অন্ধকার সরে গেলে
দরোজার প্রয়োজন--
কপাট দেওয়া খোলা,
যে কেউ ঢুকে পড়ো বেরিয়ে যাও—
স্বেচ্ছাধীন, নিষেধের মানা
যে কেউ টপ্‌কে যাও টপ্‌কেই চলে এসো
বাইরে ভেতরে।

না হলে

অথচ এখন আছি ওই পর্যন্তই

না হলে একেকদিন মেঘমুক্তি
ছুটোছুটি বেমক্কা উধাও:
সমুজ্জ্বল মেঘ আর মেঘের ছায়ায়
ঘো রা ফে রা
কোদালে-কুড়ুলে শরতের আকাশ-সীমায়
সীমানা ছাড়িয়ে
পিণ্ডপণ্ড তামাশা-রোদ্দুরে—
পোয়াতির পেটের মতো দিগন্ত বেড়ে যায়,
স্বপ্নের মতোই রোমাঞ্চ, আবেগ।
এর মধ্যে যদি কেউ 'মুক্ত' 'মুক্ত' বলে
ছুটে চলে যায় এসব ছেড়েও
খাঁচা খুলে পাখি ছেড়ে নিঃসঙ্গ তখন
এক দুই তিন—একঝাঁক আরো
এইভাবে এইভাবে ·

অথচ এখন আছি ওই পর্যন্তই।

রেওয়াজ

কতো অনিচ্ছায়, অবহেলায়ও
আমি চলে যাচ্ছি কার কার মনে
আমি কোথাও বা কোথাও নই এখন এরকম
দিন বা রাত্রির আড়ালে, প্রকাশে।
একদিন গোপনে রোপণ করা গাছ
আজ বেড়ে উঠেছে বুকের মধ্যে
অনাগ্রহ, অনিচ্ছা পেয়েও
নাকি বুকের মতোন কোন একান্ত আশ্রয়ে,
ডালপালায় ডালপালায় অনেক একলা—
চারিদিকে ছায়া উপছায়া।

কার কার মনের ভেতর
তোলপাড়, হৈ-চৈ
কার কার বুকের ভেতর
শাখা প্রশাখার বেযাড়া প্রবেশ
আলস্যের মর্যাদায় এখন অজানা,
অনিচ্ছায় অনাগ্রহে শুধু চলে যাচ্ছি

আসলে এসব রেওয়াজ রেওয়াজ,
বিকল্পে গোপন নির্বাসন।

সকলেই নির্বাসন চায়

সকলেই নির্বাসন চায়,
অপরাধ করে।
গোপন হত্যায় আসামী জড়িয়ে থাকে
পুলিশের হাত থেকে কেবল পালিয়ে যায়—
সকলেই মিছেলের মধ্যে
নিজেকে লুকিয়ে রাখে
বিস্ফোরক তৈরী করে
অত্যাচারীকে সদর্পে হত্যা করে
বেনামী সম্পত্তি জমিজমা কেড়ে
নিঃস্বকে বিলিয়ে দেয়।

সকলেই নির্বাসন চায়
শোষণ ভালোলাগে না
নির্যাতন পীড়নের প্রতিবাদে
দুর্বার মরিয়া হতে চায়—
অবশেষে 'আমি এমন ভণ্ডামি চাই না, কাপুরুষতা' বলে
নিজেই হত্যার অপরাধে
নির্বাসন দাবি করে বসে।

সময়ের মধ্যে নেই

সময়ের মধ্যে নেই
তাই 'আপনি' 'আপনি'
বলে নিজেকেই ডাকে। ।
সময়ের মধ্যে নেই
তাই কিছুই ছুঁলেনা
শরীর অথবা মন,
প্রবাহে প্রবাহে ভাসে।
তবু বিক্ষত হলেনা। ।

দূরত্ব বজায় রেখে
বহুদূরে সরে থাকো.
নিজেই অপরিচিত
থাকো নিজের কাজেই
তাই শরীর অথবা
মন কিছুই ছুঁলেনা। ।

শরীর অথবা মন
কিছুই ছুঁলেনা তাই
অল্পেই আত্মপ্রসাদ,
তাই 'আপনি' 'আপনি'
বলে নিজেকেই ডাকে। ।

এখন

ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে সবকিছু
দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে এখন   মানুষ—
ঘেরা পাচিল ছাদের পাশ থেকে
একলক্ষ শরিকের সামান্য আকাশ,
নীল কিনা ঠাওর হয়না,
শূন্যআত্মা নিরালম্ব ভেসে থাকে
রাত্রির বাতাসে।
এখন সকলে আড়ালে প্রার্থনা করে
'আমি আর পারছি না' বলে কাঁদে
যে রকম মহিলারা সায়া ও শাড়ির পরিপাটি ভাঁজে
জীর্ণ জঙ্ঘা ঢেকে নিজেকে অন্যকে
প্রতারণা করে চলে
প্রতিদিন আলো বা আঁধারে।

সকলের কুব্জ খুণ্ণ অবয়ব,
একা কে আর নিজেকে মানুষ ভাবে?
শুধু পোষাক বদল করে খুলে রাখে পরে
দাড়ি গোঁফ সযত্নে কামায়
অথবা উদাস;
সব পুরুষ প্রেমিকাহীন শেষে,
পৃথিবীর সব নারী নিজেকে ফসিল করে রাখে—
সমুদয় নারী আর জন্ম নেবে না কখনো
এমন বিশ্বাস।
এখন সকলে তাই
অন্ধকার দেখছে আলোর মধ্যে,
মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা করছে মানুষ
জীবনকে নিয়ে মৃত্যু
জীবন মৃত্যুকে নিয়ে

নির্বাসন

অনেকদিন মানুষ দেখিনা মানুষ
অনেকদিন সম্পূর্ণ তৃষ্ণা উঠে যায়,
তৃষ্ণা জাগেনা তেমন —
জেগে থেকে কোন দুঃখ নেই
ঘুমে যে কাঁদে সে যন্ত্রণা বোঝে না।

সময় কেবল চলে যাচ্ছে
সকলের দোহাই দিয়েই
নিজে সরে আছি প্রত্যেকে – একলা ;
আমি কি যেন পাচ্ছি না খুঁজে,
সদরে কারুকে আহ্বান জানালে
তখন খিড়কি খুলে কেউ চলে যায়,
শীর্ণ গরুর পাঁজর সার সার
'আমরা মানুষ' বলে
কারা যেন সামনে দাঁড়ায়

এভাবে অনবরত আঁৎকে আঁৎকে উঠি।

এখন জেনেছি

কে আমাকে পরবাসী করো
আবাল্য সঞ্চিত অর্থ
যৌবনের উপভোগ
তছরূপ করে নাও
আমাকে নিঃস্ব বিচ্ছিন্ন করো
সময়ের কাছ থেকে সরে এসে
হাঁটু গেড়ে বসে থাকি কিসের ছায়ায় ?
দু'টো চোখ উপড়ে অঞ্জলি দিই,
দুহাতে শাণিত বর্শা বুকে
আমূল বিঁধিয়ে কেন ভীষণ প্রার্থনা !

মানুষের জন্য শিল্প
মানুষ শিল্পের জন্য এখন জেনেছি।
আমি সেই শিল্পেরই স্বাদে
অমানুষ হলাম একদা, পরবাসী—
স্বেচ্ছা নির্বাসন।
আমি তাই শরীরে আগুন জ্বালি
বুকে বিঁধি জ্বালা
পৃথিবীকে তার আপন কক্ষের পথে
চালনা করিয়ে
নিজে কক্ষচ্যুত।

ভিক্ষু

আমাকে ভিখারী বলেছিলে
অথচ আমার যা কিছু সম্পদ
আমার অর্জিত
পিতা পিতামহ প্রপিতামহের
দিনের বেলায়
সকলেই ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে গেল।
আমি আগ্রহে দিয়েছি
ইচ্ছায়, অবহেলায়.
মহামেলায় সর্বস্ব দান করে
একমাত্র পরিধেয় সম্বল করেছি—
সুখ আমার ঐশ্বর্য
অফুরন্ত বেঁচে থাকা।

এখন তোমরা
কার হাতে ভিক্ষাপাত্র দেখ,
অন্নবস্ত্রের অভাব কার কার চিরকাল,
শবদেহ কোলে করে কাঁদেব দু'চোখে অশ্রু
আর কার হাতে উপচে পড়ছে
ঐশ্বর্য, জীবন।

ছেড়ে যাওয়ার পর

ছেড়ে যাওয়ার আগে একবার
পেছনে তাকাই—
ছেড়ে যাওয়ার আগে
দেওয়ালে দেওয়ালে দাগ
কড়ি বরগায় ঝুল
মেঝেতে পায়ের ছাপ
ধুলোবালি টুক্‌রো কাগজ পড়ে থাকে
এখানে ওখানে।

ছেড়ে যাওয়ার পর
রক্তপাত শোক
শোকের ছায়ায় নিমজ্জন জেগে ওঠা।
ছেড়ে যাওয়ার পর তাই
শব্দ ছবি হয় ছবি সুর
মুলতানী বিকেলের মতো
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ি শব্দে সুরে রঙে।

ফিরে যাই

ফিরে আসি বলে ফিরে যাই
কাতরতা বাড়ে, বেলা—
সম্পদ বিলিয়ে দিই,
মধ্যরাতে জাহাজ নোঙর করে এসে
দিন
বনজ রৌদ্রের ছায়া
                    শীতলতা।
শৈশবে যেমন আমি মই বেয়ে
গ্যাসবাতি জ্বেলেছি উঁচুতে
                        দুঃসাহস,
                            স্বপ্ন
সেইভাবে চৌমাথায়
নিজেকে জ্বালিয়ে দিই
                        যত্নে সমারোহে